Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Household.
Length of the interview/discussion: 51.07minutes
ID: IDI_AMR102_HH_U_16 July 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver?	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Female	35	Illiterate	Caregiver	20000	4 Months-Male	No	Bangali	Child-3,Husband and Wife (Res)

প্রশ্নকর্তাঃ রেসপন্ডেন্ট নেম "শ", বয়স ৩৫, হাজব্যান্ড নেম "হ", সার্ভিস হোল্ডার, ইনকাম ২০০০০। তো আপা আমরা একটু কথাটা শুরু করি। আমি আসছি ঢাকা মহাখালী কলেরা হসপিটাল থেকে। আর যে জন্য আসছি সেইটা হচ্ছে যে, আমরা একটা গবেষণার কাজে এখানে এসেছি সেইটা হলো যে আমাদের বাসা বাড়িতে মানুষ এবং বিভিন্ন পশুপ্রানী যদি থাকে এগুলো তো বিভিন্ন সময় অসুস্থ্য হয়। তো এই অসুস্থ্যতার সময় সাধারনত আমপনার বাচ্চা বা ফ্যামিলির যে সকল সদস্যরা আছে, যদি কোন ধরনের অসুস্থ্য হয় তাহলে আমরা কোথায় যাই, কার কাছে যাই কি ধরনের চিকিৎসা নিই, এবং এই সময় আমরা কি কোন ধরনের এ্যান্টিবায়োটিক কিনি কিনা, হ্যা? এই সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে.. এ্যান্টিবায়োটিক এর যে ব্যবহার এই কতগুলো বিষয়ে আপনার কাছ থেকে একটু শুনবো একটু জানবো। এইটা নিয়ে আমরা একটা গবেষনা করতেছি। এই গবেষণা থেকে যে তথ্য গুলো পাবো, এইগুলো জনসাধারনকে যাতে ভবিষ্যতে যাতে এ্যান্টিবায়োটিকটা নিরাপদ বা যথাযথ ব্যবহার করা যায় সেই বিষয়ে একটা দিকনির্দেষনা দেবে। তো আপা একটু যদি আপনি বলেন, আপনার নামটা একটু যদি বলেন জোরে, আমি এখানে আপনার কথাগুলো রেকর্ডও করবো। যেহেতু সব কথাতো আসলে .. অনেকগুলো জিনিস আমরা আলাপ করবো, যেহেতু অসুস্থ্যতা বা বাচ্চাদের বা আপনার ফ্যামিলির সার্বিক কতগুলো বিষয় নিয়ে জানবো, সব কথাতো আর লিখে নেয়া সম্ভব না। তো আপনি কি রাজি আছেন আমার সাথে কথা বলতে আপা?

উত্তরদাতাঃ বলেন।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। ধন্যবাদ আপা। আপা, আপনি একটু আমাকে বলেন, আপনার নামটা একটু বলেন?

উত্তরদাতাঃ আমার নাম শ..।

প্রশ্নকর্তাঃ শ.. । আপনি কি করেন আপা?

উত্তরদাতাঃ কিছু না।

প্রশ্নকর্তাঃ কিছু না বলতে কি? এমনে কোন কাজকর্ম?

উত্তরদাতাঃ না, এমনে সংসারের কাজই করি, বাইরের কোন কাজ করিনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। সাংসারিক কাজকর্ম করেন। ভাইজান কি করেন?

উত্তরদাতাঃ অয় (সে) এই যে ডেকোটরের (ডেকোরেটরের) কাজ।

প্রশ্নকর্তাঃ ডেকোরেটরের কাজ করে। তো কেমন?

উত্তরদাতাঃ কাম না থাকলে বইসা থাকে। আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ কেমন? আয় রোজগার কেমন আসে?

উত্তরদাতাঃ আয় রোজগার কমই। মানে ওরকম না। যে বিশ হাজার কচ্ছেন না? এই রকম না।

প্রশ্নকর্তাঃ কত আসে?

উত্তরদাতাঃ ঐযে কইলাম। যে দুইশ লোকের তিনশ লোকের। যে মনে করেন বড় কাম হইলে পাচ হাজারের মতো থাহে (থাকে)। আর হইলে তো তিন হাজার চার হাজার এইরকম।

প্রশ্নকর্তাঃ তিন হাজার চার হাজার। তাহলে..

উত্তরদাতাঃ মানে লুক (লোক) নিতে লুকেগো দিতে হয়, হেয় তো আর একলা পায়না। মানে সবাইরে দিয়া টিয়া মনে কর তিন হাজার থাহে কোন সময়, কোন সময় দুই হাজার থাহে। এইরকম আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে উনার এইরকম মাসে কয়টা কাজ হয়?

উত্তরদাতাঃ মাসে কি মুনে করেন কোন মাসে দুইডা কি তিনডা এইরকম হয়। কোন মাসে আবার হয়ওনা। এই যে এইমাসে তো একদম বয়া (বসা)। একটা কাজও অহনতরী (এখন পর্যন্ত) পাইছেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ তো তারপরও ধরেন একটা যদি কাজ করে উনার যদি তিন হাজার টাকা থাকে, এইরকম যে সময়টা বেশি চলে আরকি, ঐসময়টা.. কোন মাসে বেশি চলে যে বেশি কাজ হয়?

উত্তরদাতাঃ কোন মাসে.. মনে করেন যে রোযার মাসে তো একদম হয়ইনা। আবার ডাল সিজিনেও কম। ডাল সিজিন ছাড়া মুনে করেন তো মানে হয় আরকি। একটা দুইটা কাম এইরকম।

প্রশ্নকর্তাঃ তো তাহলে উনি কি অন্য কোন কাজ করে?

উত্তরদাতাঃ না, অন্য কোন কাজ তো করেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ অন্য কোন কাজ করেনা?

উত্তরদাতাঃ এইডা দিয়েই মুনে করেন টুকটাক সংসার চলন লাগবো, ঘর ভাড়া দিতে হয় খাইতে হয়। সবই তো বুঝেনই তো। সংসার একটা, রেগলার একটা কম হইলে ঐডা আর কি একটু ভালা। মুনে করেন কিছু রাখা যায় কিছু খরচা করা যায়। অহন তো রেগুলার আরকি হয়না। মানে কষ্টই আরকি একটু, অভাবের মধ্যেই। কোন রকম আরকি দিন যাইতাছে আর আইতাছে এই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। এই আপনাদের পরিবারে কি আর কেউ আসে মাঝে মধ্যে কেউ এসে এইখানে থাকে এইরকম হয়? যে আপনাদের বাসায় কেউ আসে? বেড়াইতে আসে বা সবসময় এসে কেউ থাকে কিনা?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ কয় জন আপনারা সদস্য?

উত্তরদাতাঃ কেউই আসেনা আমাদের এইখানে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার কয়জন?

উত্তরদাতাঃ আমরা এইযে তিন ছেলে আর স্বামী-স্ত্রী দুইজন।

প্রশ্নকর্তাঃ পাঁচজন। বাইরে থেকে আর কেউ আসে মাঝে মধ্যে বেড়াইতে আসে?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ বেড়াইতেও আসে না, না?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আপনার কি কোন ধরনের গরু ছাগল কোন কিছু আছে? কোন কিছু পালেন?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন কিছু নেই, না?

উত্তরদাতাঃ উহু।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো এখন আমি একটু শুনবো সেইটা হচ্ছে যে, যদি আপনার পরিবারে .. কি অবস্থা সবার শরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটু বলেন? কার কি অবস্থা? শরীর, সবাই ভাল আছে আল্লাহর রহমতে? (৫মিনিট)

উত্তরদাতাঃ ভাল কি! কয়দিন আগে আমার জ্বর গেছে, মানে অসুস্থ্য অনেক্ আবার এই যে মেডিকেল থেকে আসলাম। ছেলেটার এমনি ইয়ে.. চেহারা দেইখা বুঝেন না! কিরকম ই হয়ে গেছে। তারপরে বাচ্চার বেশি পানি টানি হাতাইলে ঠান্ডা লাগে, জ্বর। একলাইতো, মনে করেন কেউ নাই। একলাই সবকিছু করতে হয়। একটু তো অসুখ বিসুখ হইবোই, ঠান্ডা-জ্বর। আবার ঐযে বাচ্চার বাপের আজকা দুই-তিন ধইরা এইরকম জ্বর! জ্বরে মানে, আজকা মনে হয় উইঠা একটু গেছে ওদিকে হাটটে হুটতে। বিছনাত্থে উঠতে পারেনা, জ্বর আইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন জ্বর আছে?

উত্তরদাতাঃ না, এখন একটু ভালা।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন ভাল আছে। আচ্ছা। তাহলে সবসময় বেশি অসুস্থ্য বা যেকোন সময় আপনিই মুলত অসুস্থ্য বেশি?

উত্তরদাতাঃ আমারই একটু অসুস্থ্য বেশি। দেখা যায় যে পানি হাতাই, আমার ঠান্ডার চাপ বেশি। মানে বেশি পানি হাতাইলে বেশি.. পরিশ্রম, পরিশ্রম কি একলা মনে করেন একটা সন্তান পালতে কিন্তু অনেক ইয়ে আছে, একলা একলা রাখতে হয়, একলা সবই করতে হয়, বাজার যাইতে হয়। সংসারের কাম কাজ কম না, যাইই করি। মানে শইলডা একটু বেশি অসুস্থ্য হয় আমারই আরকি। কাহিল কাহিল ভাব।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এইযে আপনার, যদি আপনি অসুস্থ্য হয়ে যান তখন আপনার দেখাশুনা করেন কে? আপনার দেখাশুনা করে কে?

উত্তরদাতাঃ ঐযে ওর বাবা, বাচ্চার বাপে। এই জায়গায় আমার কেউ নাইতো। মনে করেন আপন মা নাই। বাপ আছে একটা ঐডা বুড়া আরকি, হেইডা চোহে (চোখে) দেখেনা। বাড়িতেই থাহে, সৎ মা আছে ঘরে আরকি। যেই সময় ভাল সেই সময় বিয়া করছিল (বাচ্চার কথার আওয়াজ পাওয়া যায়), আমার মা মইরা গেছে। পরে আমার বাপে মনে করেন বিয়া করছে, বাড়িতেই থাহে আরকি। সময়তে এই জায়গায় আইলে আহে আর না আইলে নাই। এই যে নাতিন দেখতে আহে, আর না আইলে নাই। অসুস্থ্য হইলে মনে করেন নিজেরই স্বামীয়ে সবকিছু করে। দৌড়াদৌড়ি এইযে মেডিকেলে টেডিকেলে ওষুধ পাতি আইনা দেওন লাগে হেয়ই। কিন্তু আর কেডা করবো, এই জায়গায় কেউ নাই। আল্লাহই আছে মনে করেন। কষ্ট হয়। আর একটু আমি সুস্থ্য হয়ে গেলে গা আর কেউর লাগে না। প্রথম তো একটু জ্বর তো খারাপ তো লাগেই শরীল। পরে এই যে ওষুধ বড়ি খাই, খাইলে শইলডা একটু সুস্থ্য হয় আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এইযে ওষুধ খান আপনারা, আপনাদের ঠান্ডা লেগে যায় বা বিভিন্ন সময় আছে, প্রায় সময় দেখা যাচ্ছে যে অসুস্থ্য হয়ে যান বা জ্বর ঠান্ডা লাগে। (পাশে বাচ্চা কথা বলে, মা আবা কো?) এর জন্য আপনারা কোথায় যান?

উত্তরদাতাঃ ঐযে ডাক্তারের কাছে আর কই যাবো! না, এমনে বড় ধরনের কোন অসুখ টসুখ হয়না আরকি। ঠান্ডা.. (বাচ্চা আবার জানতে চায়, ঐমা আব্বা কই। মা– এদিকেই, যাও কথা কই আগে। এইখান থেকে যাও কথা কইতাছি, রেকর্ডিং হইতাছে যাও, কথা কইওনা বাবা)।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই সময় আপনারা কোথায় যান বললেন? ওষুধের জন্য?

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের কাছে।

প্রশ্নকর্তাঃ কোথাকার ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ এই যে এইদিকেই আছে, আমার এক মামা লাগে হের কাছে সময়তে আনি। মানে হের কাছে সব সময় যাইনা। যেসুম যার থেকে আইনা খাওন লাগে ওষুধ।

প্রশ্নকর্তাঃ উনার কাছে কখন কখন যান?

উত্তরদাতাঃ উনার কাছে গেছিলাম আমার বাবু হইছে পরে মানে হের কাছে দেখাইয়া কাগজ সিলিপ লেইখা দিছে ঐ সিলিপ দেইখা পরে ওষুধ টষুধ আইনা খাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ স্লিপ কে লেইখা দিছে?

উত্তরদাতাঃ ঐযে বাবু হইছিল পরে দিছিল না! ওষুধের সিলিপ লেইখা মেডিকেল থে! ঐডার থাইকাই। হেরে দেহায় দেহায় (দেখিয়ে) আবার পরে হেয় ওষুধ দিছে দেইখা।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি যে.. এইযে আপনার যে ঠান্ডা লেগে যায়, বা আপনার ধরেন গা হাতে ব্যথা বা জ্বর সর্দি ঠান্ডা এইগুলো লাগে এই জন্য সচরাচর আপনি কোথায় যান?

উত্তরদাতাঃ আর সময়তো বাচ্চার বাপে বাসায় না থাকলে ঠান্ডা মান্ডা লাগলে এই যে এইসব দোকানথেই আইনা খাই আরকি ওষুধ। এইদিকে আছেনা ওষুধের দোহান, ফার্মেসী আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ এইগুলা থেকেই নিয়ে আসেন, না? আচ্ছা। তো এই যে আপনার ধরেন.. কখন আপনারা বুঝেন যে আপনার পরিবারের কেউ অসুস্থ্য বা এই বাচ্চার বাপের কখন অসুস্থ্যতা মনে হইছে যে সে কাজে কর্মে গেল কি যাইনাই, কখন আপনার বুঝেন যে সে.. তার শরীরডা খারাপ? কখন মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ কখন, মনে করেন যে কামে কাজে যায়, পরিশ্রম বেশি হইয়া গেলে শরীলডা খারাপ লাগে। হেই সম (সময়) থাইকাই বুঝি যে জ্বর মুনে হয় আইবো। এইটাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এইভাবে এইযে আপনার দৈনন্দিন কাজ করেন, আপনার ঘরে যেসকল কাজগুলো আছে, আপনি কি কি কাজ করেন?

উত্তরদাতাঃ আমি ঐযে রান্না বাড়া করি, বাচ্চারে দেহি, ঘর দুয়ার গুছাই, থাল বাসন ধুই। (শিশু বাচ্চার আওয়াজ পাওয়া যায়)। কাপুড় লাতা ধুয়োন লাগে, সবই তো করতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে কাজগুলো করতে গিয়ে কি কখনো আপনার কাছে শরীর খারাপ লাগছে বা আপনি অসুস্থ্য হয়ে গেছেন এইরকম কখনো ঘটছে?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ এইরকম কখনো ঘটে নাই। আপনি কখন মনে করেন যে আপনি নিজে একটু অসুস্থ্য?

উত্তরদাতাঃ কখন, মনে করেন ঐযে কেউ একটু লইলে একটু আহসান পাই (অবসর পাই/আরাম পাই)। আর না লইলে তো মনে করেন এই যে শুয়ায় রেখে কাজ করতে হয়। ঐ মনে করেন রানতে গেলাম বাচ্চায় কানলো দৌড়ায় আইতে হইলো, আইতে হয়, বাজারে যাইতে হয় দৌড়ায় দাপড়াইয়া। (১০মিনিট) হেই সময় আরকি মুনে করেন মাথায় মুথায় একটু চক্কর মারে রোদ, রোদের কারনে খুব মানে ই লাগে শরীলডায়, দুর্বল দুর্বল লাগে। (বাচ্চার কান্নার আওয়াজ)

প্রশ্নকর্তাঃ এরকম সর্বশেষ আপনার পরিবারের কে? আপনি বা আপনার পরিবারের অন্য কেউ অসুস্থ্য হইছে?

উত্তরদাতাঃ না। সহজে মুনে করেন আমার সংসারে অসুস্থ্য কেউ হয়না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার তো ঐযে তিনটা ছেলের কথা বললেন, ওদের কি অবস্থা?

উত্তরদাতাঃ ওরা ভালাই আল্লাহর রহমতে।

প্রশ্নকর্তাঃ ওদের কি কোন এই ধরনের অসুখ বিসুখ হইছে কিনা?

উত্তরদাতাঃ এহন (এখন) সবাই মুনে করেন ভাল।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে আপনি যে বলছেন আপনার এক মামা আছে এর কাছে ওষুধের জন্য যান, ওর কাছে কেন ওষুধের জন্য যান কেন?

উত্তরদাতাঃ না, হের (তার) কাছে মুনে করেন বিয়ার আগে থাইকাই ওষুধ মষুধ আইনা খাইতাম, হেয় একটু বুঝে আরকি বুচ্ছেন। এই কারনে হের কাছে যাই। না হয় সব সময়ে হের কাছে যাওয়া পড়েনা। মনে করেন একটু ঠান্ডা লাগলো একটু জ্বর হইলো ঐ যেই জায়গায় দোকান আছে, ইস্টিশনে তো দোকানের অভাব নাইগা, এক দোকান থাইকা আইনা মনে করেন খাই। খাইলে ভাল হয়, এই। আরকি বেশি আরজেন্ট যদি দরকার তাইলে হের কাছে যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ এইযে হের কাছে যাবেন এই সিদ্ধান্তটা কে নেয়? ওষুধ যে লাগবে, আপনার লাগুক বাচ্চার লাগুক বাচ্চার বাপের লাগুক, সিদ্ধান্তটা কে নেয় যে কার লাইগা ওষুধ লাগবে, এই ওষুধডা আনতে হবে, এইটার জন্য সিদ্ধান্তটা কে নেয়? (অবিরাম বাচ্চার কান্না চলতে থাকে)

উত্তরদাতাঃ কে নেয়! আমরাই। আমরাই যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আপনি নেন না বাচ্চার বাপে নেয়?

উত্তরদাতাঃ ওর বাপে অসুস্থ্য হইলে ওর বাপে আইনা খায়, আমি অসুস্থ্য হইলে আমিই যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে সিদ্ধান্তটা কে নেয়? ধরেন আপনার জন্য ওষুধ লাগবে এইটা কি নিজে সিদ্ধান্ত নেন না বাচ্চার বাপেরে বলেন?

উত্তরদাতাঃ আমি নেই আবার ঐযে হের অসুখ হইলে জিগাই যে ওষুধ আইনা দেই? পরে কয় যা যাইয়া লইয়া আয়।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আপনাকে পাঠায়? তো আপনি কি একা একা যান নাকি আপনার সাথে অন্য কেউও যায়?

উত্তরদাতাঃ না, আমি একাই যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি একা একা যান?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো ঐখানে গিয়ে আপনি কিভাবে ওষুধটা আনেন একটু বলেন তো আপা আমাকে?

উত্তরদাতাঃ গিয়া কিভাবে আনমু! গিয়া বলি যে এইরকম মামা জ্বর হইছে কি ঠান্ডা লাগছে। বাবুর ঠান্ডা লাগছে ইয়ে হইছে, পরে হেয় মুনে করেন, বাবুর হইলে তো হেরে নিয়া যাই, দেহে (দেখে), দেইখা টেইখা দেয়। আমগো হইলে তো আর, আমগো যাইতে কয়। দেহে, দেইখা টেইখা পরে দেয় ওষুধ।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে আপনারা.. আপনাদেরকে কি দেখে? কিভাবে? আপনারা যায়া কি বলেন? আপনাদের সম্পর্কে বলেন নাকি আপনাদেরকে দেখে দেয়?

উত্তরদাতাঃ না, বলি যে মামা শরীলটা এইরকম লাগে। এই শরীলডা অনেক দুর্বল লাগে, জ্বর, ঠান্ডা। হেয় এই যে পেসার (প্রেসার) দেখে, এইগুলা দেইখা টেইখা পরে মনে করেন দেয় ওষুধ।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এইযে আপনার যে মামাটা লাগে উনি, উনার কাছে যান কেন?

উত্তরদাতাঃ আমরা, কইলামনা বিয়ার আগেথেকেই হের কাছ থাইকা নিই। সবাই, মানে ঐ যে ঐদিকের সব মানুষেই হের কাছে একটু আনে আরকি। মনে করেন হেয় যদি দুকান (দোকান) খুলা থাহে তাহলে হেরটা আনে আর দুকান খুলা না থাকলে অন্য জাগারটা আনে।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে এইযে হের কাছে যান, বিয়ের আগেথেকে যান বা আপনার সবাই যায়, মানে কারনটা কি? কি কারনে তার কাছ থেকে আনে? আমি ঐটাই জানতে চাচ্ছি।

উত্তরদাতাঃ মানে লোকে পরিচয় আরকি। হেয় ভাল, এই কারনেই আরকি হের কাছে যায়। অন্য মানুষ, তাও হেয় যতটুক বুঝবো অন্য মানুষ তো আর এতটুক বুঝবোনা। বুঝেননা! মামাডাই ভাগ্নির লাগি অহন হেয় অন্যরহম আরকি। খুব ভাল জানে আরকি বুচ্ছেন?

প্রশ্নকর্তাঃ আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে ভাল জানে না রোগ সম্পর্কে ভাল জানে?

উত্তরদাতাঃ না, এমনেও। এমনে দেখলে মেখলে খুব ই করে।

প্রশ্নকর্তাঃ উনার এই যে.. তাহলে আপনার পছন্দ মানে উনার কাছে যে যান, পছন্দের জায়গা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কি উনি রোগ ভার বুঝে এই জন্য যান? একটা সম্পর্ক তো আছেই আপনারা মামা ভাগ্নি আপনি যাবেন, আপনার পরিচিত মানুষ।

উত্তরদাতাঃ না, বুঝে। হেরথে (তার কাছে থেকে) ওষুধ আইনা খাইয়া এমনে ভালাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি ভালই আছেন, না? তো এর কি অবস্থা, এর মানে কি ধরনের ডাক্তার সে?

উত্তরদাতাঃ ঐযে ইস্টিশনে দুকান আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ দোকান আছে। মানে সে কি কোন ধরনের..

উত্তরদাতাঃ দুকান এ্যাল্লা (এইটা) নিজের নাকি বলতে পারিনা, না ভাড়া দেয় নাকি সেইটা জিগাইনাই আরকি, ঠিকআছে?

প্রশ্নকর্তাঃ ঐটা কি উনার নিজস্ব ফার্মেসী? ফার্মেসী দোকান?

উত্তরদাতাঃ হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। নাকি ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ উনি ডাক্তারও মনে হয়। মানুষের এইযে রুগী দেখতে যায় ভিতরে বুচ্ছেন? ইয়ে টিয়ে লইয়ে, এইযে পেসার মাপেনা? ঐগুলা লইয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু উনি কি পাশ করা বা কোন কিছু আছে কিনা?

উত্তরদাতাঃ ঐগুলা জিগাইনাইতো।

প্রশ্নকর্তাঃ ডিগ্রী আছে কিনা উনার? কোর্স করা আছে কিনা এইগুলা?

উত্তরদাতাঃ জিগাইনাই এইগুলা (হেসে দিয়ে)।

প্রশ্নকর্তাঃ এইগুলা জিজ্ঞাসা করেন নাই। আচ্ছা। তো ধরেন উনি আপনাকে কোন একটা ওষুধের কথা বললো, আপনারা গেলেন, যাওয়ার পরে তো আপনারা ইয়ে করেন, (মনে হয় একট পজ/ব্রেক আছে), ধরেন আপনি ঐখানে গেলেন, উনিযে আপনারা মুখে মুখে ওষুধের কথাটা বললেন তখন কি আপনারা মুখে মুখে বলেন না উনি কোন কিছুতে লিখে দেয়? কিভাবে দেয় ওষুধ? ওষুধগুলো দেয় কিভাবে?

উত্তরদাতাঃ না, ওষুধ তো.. এমনে মুনে করেন জ্বর টর হইলে তো কোন কাগজ নিয়া যাইতে হয়না। হেয় মুনে করেন জ্বরটা দেহে, পেসার দেহে, দেইখা টেইখা পরে ওষুধ দেয়। খাইলে ভাল হয়ে যায়গা। আর এইবারকা তো মনে করেন যে বাবু হইছে, সিজারের সময় একটা কাগজ লেইখা দিছে ঐ কাগজ নিয়া হেরে দিছি, হেয় মানে ঐ কাগজ দেইখা দেইখা পরে এইযে আমারে ওষুধ দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, তো এইযে..

উত্তরদাতাঃ মানে ঐরকম লেখাপড়া না জানলে কি হেয় আর এইসব পারতো! দিতে পারতো ওষুধগুলা? দিতেও তো পারতোনা। তাইলে! হেয় এইরকম জানে বইলাই সব পইড়া পইড়া কি কি ওষুধ লাগবো ঐ দেইখা দেইখা ওষুধ দিছে। (কোলের শিশুর সাথে আর একটা শিশুর কথার আওয়াজ পাওয়া যায়।)

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে আপনি..

উত্তরদাতাঃ মানে খুব সম্মান করে হেয় বুচ্ছেন? আমরাও হেরে খুব ভাল জানি।

প্রশ্নকর্তাঃ সর্বশেষ কে গেছিল? কাকে নিয়ে গেছিলেন আপনারা এই দোকানে?

উত্তরদাতাঃ কোন দোকানে?

প্রশ্নকর্তাঃ এইযে ওষুধের দোকানে? কার জন্যে ওষুধ আনছেন?

উত্তরদাতাঃ মানে এইগুলার লাইগাও আমিতো যাইনাই। ওর বাপেরেই পাডাইছি। ওর বাপেই গেছে, গিয়া গিয়া আনছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এইগুলা কার জন্য? ওষুধগুলো আনছে কার জন্য? সর্বশেষ কার জন্য আনছে?

উত্তরদাতাঃ এইযে আমার জন্যই, শেষ, ওষুধ খাওয়া। (১৬ মিনিট)

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধ খাওয়া শেষ হয়ে গেছে? তো ওখানে কি কি ধরনের ওষুধ পাওয়া যায়?

উত্তরদাতাঃ কি কি! অনেক বিভিন্ন ধরনের ওষুধই তো পাওয়া যায়, অসুখের লাইগা। এখন আমি কেমনে বলবো যে কি কি ওষুধ!

প্রশ্নকর্তাঃ না, তারপরেও ধরেন আমাদের তো বিভিন্ন ধরনের অসুখ হয়না? কি কি ধরনের অসুখ হয় আপনাদের?

উত্তরদাতাঃ আমাদের কি, শরীল ব্যথা, জ্বর, ঠান্ডা, এইগুলাই বেশিরভাগ।

প্রশ্নকর্তাঃ বাচ্চাদের?

উত্তরদাতাঃ বাচ্চাদেরও এইরকম জ্বর, ঠান্ডা এইরকমই। আর কোন অসুখ নাই। মানে বললাম না! যে মানে কোন বড় ধরনের কোন অসুখ নাই। জ্বর ঠান্ডা তো এইগুলা সবসময়ই থাকবো মানুষের।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই আপনার যে মামার যে দোকানটা আছে, উনার কাছে যে যান, উনার কাছে আপনি কি কি ধরনের ওষুধ পেয়ে থাকেন?

উত্তরদাতাঃ এমনে মুনে করেন সবসময় তার কাছে যাইনাগা। যেসুম (যেসময়) মনে করেন জ্বর আসবে ঠান্ডা ঐসুম হঠাৎ তার কাছে যাই। আবার হেরে না পাইলে, হেয় তো মুনে করেন এক জায়গায় বইসা থাকেনা, দোকানে তো আর সবসময় বইসা থাকেনা, নামাজ পড়ে, যাইতে হয় বাসায় যাইতে হয়, মানে কোন জায়গায় যায়, ঐসুম মনে করেন মামায় থাকলে গিয়া ওষুধ আনি। আর হেয় না থাকলে ওষুধ আনিনা। অন্য দোকান থে (থেকে) আইনা।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এইযে আপনার মামার কথা বলতেছেন যে যিনি ওষুধ দিচ্ছে আপনাকে একটা ফার্মেসী দোকান থেকে, তো আপনাকে ওষুধের কথা বললো যে এইটা এইটা ওষুধ লাগবে বা তুমি এইটা এইটা নিয়ে যাও, তখন আপনি কি সিদ্ধান্ত কি চিন্তা করেন যে এই ওষুধগুলো আমি নেবো কি নেবোনা কোনটা নেবো এইরকম কোন চিন্তা করেন? আমার কথাটা বুচ্ছেন আপা? ধরেন আপনি গেলেন, যাওয়ার পরে তো আপনাকে হয়তোবা বলছে যে তোমাকে এতগুলা ওষুধ, কি করে ওরা কি করে সাধারনত? ঐ যে আপনাদের কাছ থেকে, আপনারা গিয়ে একটা কথা বলেন আমার জ্বর হইছে ঠান্ডা লাগছে, তারপরে উনি কি করে কতগুলো ওষুধ দিতে থাকে, আপনি কি ওগুলো নিয়েই চলে আসেন? কি করেন আপা একটু বলেন তো?

উত্তরদাতাঃ না, মনে করেন অতো ওষুধ তো লাগেনা। বললামনা যে বড় কোন অসুখ হয়না, ঐগুলা ঠান্ডা জ্বরের লাইগাই আরকি মানে অল্প কইরা নিয়া আসি। খাইলে ভাল হয়ে যায়গা।

প্রশ্নকর্তাঃ অল্প করে নিয়ে আসেন কিভাবে? উনি যেইগুলো দেয় সেইগুলো আনেন না আপনারা বলেন?

উত্তরদাতাঃ না, আমরা কই যে মামা কি দুইদিনের লাগবো কি একদিনের লাগবো, ওষুধ দেন। ঐ দিলে..

প্রশ্নকর্তাঃ সে কয়দিনের কথা কয়?

উত্তরদাতাঃ না, সে বলেনা। সে বলে যে কয়দিনের দিব? পরে বললাম যে মামা দুইদিনের দেন কি একদিনের দেন। পরে আবার দুইদিন খায়া যদি ভাল হল তো ভালাই আর না ভাল হইলে তো আবার ঘুরতে হইবো আরকি। পরে হেয় হেইমতোই দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে আপনার গিয়া বলেন যে একদিনের বা দুইদিনের ওষুধ দেন?

উত্তরদাতাঃ হ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। কেন বলেন? একদিন বা দুইদিনের ওষুধের কথা কেন বলেন?

উত্তরদাতাঃ হুদাই এত ওষুধ আইনা মনে করেন দুইডা দুইদিন খাইলাম ওষুধ, এহন ঐ দুই ওষুধ খাইয়াই ভাল হইয়া গেলামগা। তাইলে তো আর হেইগুলা হেই ওষুধটি পইড়া থাহেনা! ঐগুলা তো আর খাওয়া পড়েনা পরে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনি কিভাবে বুঝেন যে আপনার একদিনের বা দুইদিনের ওষুধ লাগবে?

উত্তরদাতাঃ (জোরে হেসে দিয়ে) আমি এমনেই বুঝি, আমি মানে সুস্থ্য কি আমি মানে মুনে করেন একদিন ওষুধ খাইলে দুইদিন ওষুধ খাইলে তাইলে অনুভব করতে পারি যে আমার অসুস্থ্য মানে ভাল হইয়া গেছে, আমি শক্তি পাইতাছি। এই এইরকমই। (১৯.৪০)

প্রশ্নকর্তাঃ না, এই জ্ঞানটা মানে কিভাবে এইটা জানলেন আপনি যে আপনার দুই দিনই ওষুধটা লাগবে? হ্যা আপনি ভাল.. হয়তো একদিন খাইছেন ভাল লাগতেছে বা দুইদিন খাইছেন ভাল লাগতেছে ,আপনি শক্তি পা্য়তেছেন কাজ করতে পারছেন, আপনার কাছে মনে হইছে আপনি সুস্থ্য হয়ে গেছেন, এই যে এ্টা কি আগেও এরকম করেছেন নাকি মানে আপনি কিভাবে জানেন যে আপনার দুই দিনের লাগবে বা একদিনের লাগবে?

উত্তরদাতাঃ আগেও এরকম আইনে খাইছি ।এই যে জ্বর ঐদিন জ্বর হইছে পরে দুইদিনের ঔষুধ আনছি আইন্যা খালি একদিনই যে দিন জ্বর উঠছে ওদিনে ওষুধ খাইছি,খাইয়া পার আর খাওন লাগছে না, ওই ওষুধে মানে কাম হইয়্যা গেছে । দুইদিনের লাইগ্যা আনছি না অহন একদিনের ওষুধ রইছেই ওগুলা আর ধরছি না।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে ওষুধ রইছে এগুলো কি করনে আপনি ?

উত্তরদাতাঃ কি করি থাকে পরে পরবর্তিতে আবার যদি জ্বর হয় কেইএর কি ঠান্ডা লাগছে ওসময় খাইলে আবার ওইযে ভলো হয়ে যায়গ্যা সুস্থ্য হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ এগুলো কি রেখে দেন ভবিষ্যতে আবার খাওয়াবেন কারোও জ্বর ঠান্ডা লাগলে?

উত্তরদাতাঃ হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটার জন্য আমরা আসছি?

উত্তরদাতাঃ ওগুলাতো আর নষ্টতো আর হয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ?

উত্তরদাতাঃ ওগুলো ন্ষ্ট হইবো কিহের লাইগ্যা।

প্রশ্নকর্তাঃ হু এই যে এখানে তো বাইর করছেন?

উত্তরদাতাঃ এগুলা খালি সব ভাই। এগুলা সব খালি।

প্রশ্নকর্তাঃ এ খালি গুলা কেন রাখছেন?

উত্তরদাতাঃ এগুলা এই যে,এইগুলা বেচন যায়। এইকারনে রাখছি।

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে বেচেন ওগুলো?

উত্তরদাতাঃ এগুলো এইযে ই.. নাই () কি জানি কয়, এই দেহেন বাচ্চার বাপের লাইগে এইডে আনছিলাম এই যে ,এহেনেতে খালি ৪টা ট্যাবলেট খাইছে আরও দুইডা রইছে এইযে..এইডে খাইছে এই দুইডা গ্যাসটিকের..

প্রশ্নকর্তাঃ হু ?

উত্তরদাতাঃ এই যে জ্বরের।

প্রশ্নকর্তাঃ হু?

উত্তরদাতাঃ দেখছেন?

প্রশ্নকর্তাঃ হু?

উত্তরদাতাঃ ওগুলা আনছি এইযে খাইছে ই হয়ে গেছে সুস্থ্য হয়ে গেছেগ্যা। আর এই যে, আমার লাইগ্যা আনছিলাম..

প্রশ্নকর্তাঃ হু?

উত্তরদাতাঃ ঠান্ডা, মাথা ব্যাথা,আর এই যে জ্বরের দুইডা খা..দুইডা ..দুইডা করে খাইছি এই এই যে রইছে তাইলে এই ট্যাবলেটটি রইছে না..

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃএইডাতো আর খুলছি না এহন এইডাতো ভাল রইছে ,রইছে না?

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ তাইলে এইডে আবার পরবর্তিতে খাওয়ন যাইবো।তাইলে হুদা এত গুলোকওে ওষুধ অ্যানন্যা কোন দরকার আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ না আমার প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে ,দুই দিনেটা লাগবে এইটা আপনি জানলেন কিভাবে? এই যে দুই দিনেরটা লাগবে বা এক দিনেরটা লাগবে?

উত্তরদাতাঃ দুইদিনেরটা লাগবে আমিই হেগোই (তাদের)কইয়া আনি যে দুইদিনেরই দেন। বেশী দিয়েন না।

প্রশ্নকর্তাঃ কারন কি?

উত্তরদাতাঃ একটা অনুভাব আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ এই অনুভাবটা মানে আপনি কিভাবে বুঝতে পারছেন মানে আপনার দুইদিনেরই লাগবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে ওই জাগাটাতে আপনার দুইদিন লাগবো না এক সপ্তাহ লাগবে আপনি বুঝেন নাকি ডাক্তার বুঝে?

উত্তরদাতাঃওইডাতো বুঝি না ওই যে সুস্থ্য হয়ে যায়গ্যা অহন কেমনে বুঝোম অহন দুই ট্যাবলেট খাইলেই মানে বেশীক্ষন শুয়ে থাকতে আরি না বুঝতাছি যে শরিল সুস্থ্য হইছে। এই কারনে দাড়াইু যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ তখন আপনি দুইদিনের জন্য..

উত্তরদাতাঃহ।

প্রশ্নকর্তাঃ তার মানে আপনি আগেও খেয়েছেন?

উত্তরদাতাঃ হ।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা?

উত্তরদাতাঃ এহনও এরকমই।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এজন্য কি আপনি অ্যা..ওনাকে যাইয়া ওই ওষুধের নামটাই বলেন? যেটা খাইয়্যা ভালো হইছেন ওইটার কথা বলেন না তাকে কি বলেন ডাক্তারকে কি বলেন?

উত্তরদাতাঃ না ওইডার কথাই বলি যে ওষুধ যেডা দিছেন ওইডাই দেন ,ওইডা খাইলে আমি ই হয়ে যাই মানে সুস্থ হয়ে যাইগ্যা। তা হে ওই ই.. ওষুধ..

প্রশ্নকর্তাঃ এগুলো একটু রাখেন আপা এগুলো নিয়ে একটু কথা বলি? হ্যাঁ একটু বসেন তো এই যে আপনি ওনার কাছ থেকে ওষুধটা বললেন যে ,আগে দিছেন সেটাই দাও এই গুলার নাম ধওে বলেন নাকি অ্যা.. তাকে কিভাবে বলেন? ডাক্তারকে কিভাবে বলেন?

উত্তরদাতাঃ এই যে কাভার নিয়া যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হু। কি বলে?

উত্তরদাতাঃ কাভার নিয়া গেলে পরে বলি যে এই যে, কাভারটি বিচরায়ে (দেখে) ওষুধটি দেন।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ হে ওষুধটি দেন।

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে ওই কাভারটা..

উত্তরদাতাঃ মানে হে কাভারটাতো ফালাই না ওই কাভারটা রাইখ্যা দেই ..

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ ওই কাভারটা নিয়া গেলে যে বলি যে এই..এই ওষুধটি দিছেন ওনবারকার এনবারকা এই ওষুধটি দেন।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা?

উত্তরদাতাঃ পরে হেই কাভার দেইখ্যা আবার এই ওষুধটি দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে ওগুলো খাইছেন আর আগে ভালো হইছিলেন?

উত্তরদাতাঃ হ।

প্রশ্নকর্তাঃ এইজন্য এইটা রেখে দিছেন তো এখন কি আবার ওইটাই ভালো হবেন না নতুন কোন ওষুধ লাগবো এইটা আপনি..?

উত্তরদাতাঃ এহন তো সেডা বলতে পারি না।(বলেই হেসে দেয়)।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা?

উত্তরদাতাঃএইটা আবার যদি জ্বর আহে কি অন্য কোন অসুখ হয় তাইলে বুঝোম,বুঝোন লাগবো ওই ওষুধ খাইলে আমার হইবো নাকি অন্য ওষুধ লাগবো।

প্রশ্নকর্তাঃ ওই কা..ওই ওষুধ যেটা নিয়ে যান যে ঠোংঙ্গাটা বা কাগজ নিয়ে জান বা পাতাটা নিয়ে যান এইটা কোন সময় নিয়ে যান? কোন অসুখের জন্য নিয়ে যান?

উত্তরদাতাঃ অসুস্থ্য কি মনে করেন আমার তো ঠান্ডার চাপ বেশী ,ঠান্ডার সময় ঠান্ডাই নিয়েই যাই আবার মানে জ্বর কমই হয়। বেশীরভাগ ঠান্ডাডা লাগে ওই আর শরীল হাত পাও মনে করেন ব্যাথা করে হেই সময় যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ তার মানে যেটা আগে হইছিলো সেটা যদি আবার হয় আপনি ওই কাগজটাই নিয়ে যান?

উত্তরদাতাঃ হ।

প্রশ্নকর্তাঃ এই কথা বলতে চাচ্ছেন আপনি?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা ,তো আপা এখন একটু শুনবো এন্টিবায়োটিকের কথা শুনছেন আপনি এন্টিবায়োটিক কি জানেন? এন্টিবায়োটিক খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক কি জানি এইডার মধ্যে মনে হয় আছে ।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক কি বলেন তো?

উত্তরদাতাঃ সেট তো বলতে পারবো না।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টিবায়োটিক কখন খাইছেন আপনি?

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক দেয় মনে হয় শুখানোর জন্য নাকি..।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ বলেন?

উত্তরদাতাঃ শুখানোর জন্য দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি খাইছেন এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতাঃ এই এইডার বিথরে আছে সব।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটার ভিতরে?

উত্তরদাতাঃ হ খাইছিলাম ।

প্রশ্নকর্তাঃ কয়টা খাইছিলেন?

উত্তরদাতাঃ কয়টা খাইছি এইডাতো ভাই অহন হিসাব করন যাইবো না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা?

উত্তরদাতাঃ এহেন কুনডা জানি। এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, ওইডা থাকুক আপা ওইটা নিয়ে একটু পরে কথা বলতেছি এখন এন্টিবায়োটিকটা আপনি কি বললেন কিসের জন্য খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ শুখানোর জন্য মানষের তে শুণি একারনে বললাম।

প্রশ্নকর্তাঃ মানুষের কাছ থেকে শুনছেন?না আচ্ছা?

উত্তরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আ.. আপনি কখন খাইছেন এ..এই এন্টিবায়োটিকটা কখন খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ এইডা অহন ..যে সময় অসুস্থ্য হইছিলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ হু?

উত্তরদাতাঃ () থেন অসুস্থ্য হইছিলাম সে সময়। খাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ ওই সময় কয়টা খাইছিলেন?

উত্তরদাতাঃ কয়ডা খাইছি ভাই হিসাব করন যাইতোন না সব এইডার ভিতরেই আছে। এহন কতোডি লাগছে সেটাতো আর আমি বলতে পারবো না। বাচ্চার বাপ আইনে আইনে দিছে এইটাই।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে বাচ্চার বাপে আনে এন্টিবায়োটিক আ.. এইটা আনার জন্য কি কোন প্রেসক্রিপশন নিতে হয়? কিভাবে আনে উনি?

উত্তরদাতাঃপ্রেসক্রিপশন কি ওই যে ওই কাগজ লেইখ্যা দিছে ওই কাগজ মাধ্যমেই। মনে করেন ওইডার ভিতর সব লেখা আরকি ওই কাগজটা নিয়া দিলেই হেরাই দেইখ্যা দেইখ্যা পওে বিচরায়।(খোজে}

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো আপনার যখন ওইযে যখন বাবু হইলো সিজার করছেন তখন আপনি কি এন্টিবায়োটিক খাইছেন বলছেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ বাবু হইছে পরে তো অসুস্ত্র ছিলাম না! তখন লেইখ্যা দিছে তহন আইন্যা আইন্যা খাইছি যে গুলা লেইখা দিলাম এই ওষুধগুলা আইন্যা কিন্তু খাইয়ো।

প্রশ্নকর্তাঃ ওইগুলা কয়দিন কয়টা কয়বেলা খাইতে..

উত্তরদাতাঃ খাইলে শুখাইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ এরকম কোন কথা মণে আছে?

উত্তরদাতাঃ কয় বেলা কইছে মনে করেন, দুই বেলা।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ সকালে রাতে এরকম।

প্রশ্নকর্তাঃ কয়দিন?

উত্তরদাতাঃ আবার সমায়তে এন্টিবায়োটিক ছাড়া অন্য ওষুধ ওইগুলা তিন বেলা খাইতে কইছে। এরকম আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো ওই যে এন্টিবায়োটিক খাইছেন সেইডা কয়দিন খাইছেন? কয়দিনের লাইগে দিছে কোর্সটা কয়দিনের ছিলো?

উত্তরদাতাঃ দিছে মনে হয় এক সপ্তাহ আর লাইগে মনে করেন আমার সিলি ইনফেকশন হইছিলো বুঝছেন?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ সে সময় আর কি ওষুধটি আনোন লাগছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ বাবু হইছে পরে সিলি খুলতে গিছি পরে ওই সিলি খুলছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু?

উত্তরদাতাঃ খুলছে পরে এক সাইড দিয়ে একটু মেইল্যা গিছিলো গা।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃপরে ওইডা আবার মনে করেন ডেসিং করতে কইছে ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ প্রতিদিন ডেসিং করছে পুরা একটা সপ্তাহ লাগছে ডেসিং করতে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু?

উত্তরদাতাঃ ডেসিং কইরা পরে ওই ওষুধ মষুধ লেইখ্যা দিছে বলছি যে শুখানোর ওষুধ দিয়েন।

প্রশ্নকর্তাঃ হু?

উত্তরদাতাঃ পরে স্যারে শুখানোর ওষুধ মষুধ লেইখ্যা দিছে ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ পরে স্লিপ নিয়া নিয়া পরে ওই ওষুধ আইন্যা আইন্যা খাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ তো ওইটা কি এন্টিবায়োটিক শুখানোর ওষুধা কি এন্টিবায়োটিক আপনি জানেন?

উত্তরদাতাঃ ওইটাতো আমি বলতা আরতাম না ভাইয়া!

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা,তাইলে এন্টিবায়োটিক কোনটা?

উত্তরদাতাঃ এহন (হেসে দিয়ে বলে) শুনি এন্টিবায়োটিক এহন এন্টিবায়োটিক তো আমি দেহাইলে বুঝতে পারমু যে জিনিসটা এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তো দেখানতো আমারে চায়ে খুইজা পান কিনা এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতাঃ আমি তো সেটা..।

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনি এই খোসাগুলো কেনো রাখছেন?

উত্তরদাতাঃএগুলা ..এগুলা। এইটা!

প্রশ্নকর্তাঃ অ্যা..অ্যা..?

উত্তরদাতাঃ হু!

প্রশ্নকর্তাঃ এইতো একটা পাইয়া গিছি। এগুলোকে আপনি কিভাবে চিনেন এগুলো আপা? এই যে এইটা এন্টিবায়োটিক এাঁ আপনি কিভাবে চিনেন?

উত্তরদাতাঃ এইটা ওই যে বইলা দিছে মনে করেন, মামার তে ওষুধ আনতান না!

প্রশ্নকর্তাঃ হু?

উত্তরদাতাঃ উনি বইল্যা দিছে যে এইডা দুই বেলা কইরা আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, এইডা কিসের জন্য এ.. এইডা খাইলে কি হয়?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ এইডা খাইলে কি উপকার হয়?

উত্তরদাতাঃ কি উপাকার ওইযে বলছে যে ,ইয়ে..আ..শুখাইবো তাড়াতাড়ি..।

প্রশ্নকর্তাঃ হু?

উত্তরদাতাঃ মানে এই..এইজন্য মনে হয় দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ শুধু কি শুকানোর জন্য না আরও কোন ধরণের অসুস্থ্যতার জন্য মানুষ এন্টিবায়োটিক খায়?

উত্তরদাতাঃ সেটাতো বলতে পারবো না সঠিক করে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, এন্টিবায়োটিকটা শরীরে কিভাবে কাজ করে এ্টা জানেন আপা?

উত্তরদাতাঃ এইযে এইডা তো মনে করেন কইছে যে ছয় ঘন্টা পর পর নাকি..হু।

প্রশ্নকর্তাঃ এইগুলা কতগুলা খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ এই যে বড়ি।

প্রশ্নকর্তাঃ কয় মাস খাইছেন? কখন খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ এই যে, বাবু হইছে পরে।

প্রশ্নকর্তাঃ কত করে এগুলার দাম?

উত্তরদাতাঃ বলতে পারি না।

প্রশ্নকর্তাঃ এগুলা কে আনছে?

উত্তরদাতাঃ ওর বাপে।

প্রশ্নকর্তাঃ ওর বাপে আনছে না? আচ্ছা ?

উত্তরদাতাঃ মানে, মনে করনে প্রতিদিন ২০০টাকার কইর‍্যা ওষুধ লাগছে সব মিলিয়া।

প্রশ্নকর্তাঃ হু?

উত্তরদাতাঃ মানে ওষুধ যা দেয় এহেন আনে সব মিলিয়ে ২০০টাকা কইরে্ আনছে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই ২০০টাকা করে কয়দিন খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ তাইলে এই জায়গায় তো লেখা আছে কয় তারিখ হইছে হের পরের থে মনে করেন ওষুধ।

প্রশ্নকর্তাঃ কতদিন খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ কতদিন একমাস মনে হয় হইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ প্রতিদিন ২০০টাকা করে খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা,তো এখন বলেন এই খোসাগুলো কেন রাখছেন? এইগুলো কি দেখায় দেখায় ওষুধ আনবেন সেই জন্য রাখছেন?

উত্তরদাতাঃ না না ।

প্রশ্নকর্তাঃ কিসের জন্য?

উত্তরদাতাঃ এগুলো রাখছি যে এই জিনিসগুলা বাঙ্গাড়িরাওয়ালারা(ফেরীওয়ালা) নেয়। বুঝছেন চলে। ছিলভার কাস্টটিং না কি কয় ওগুলা এডি কেজি হিসাাবে নেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ কত বেচেন?

উত্তরদাতাঃ কত আর কি,কত কেজি করে যেন নেয়।এহেনে এক কেজি হইবো না তো। এক কেজি হইলে আর কি একটু দাম আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ কেমন দাম?

উত্তরদাতাঃ কেমন এক কেজি হইলে মনে করেন ৫০ট্যাহা। এরকম আরকি পাওয়া যায়। আর কম হইলো তো কমই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা?

উত্তরদাতাঃ হে লাইগ্যা রাইখা দিছি এগুলা মনে করেন আর এ ওষুধ আর কাজে লাগে না। আমি তো মনে করেন সুস্থ্য হয়ে গেছিগা ,এহন শুখাইয়া গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এখানে ভাল ওষুধ কি আছে নাকি খালি খোসা?

উত্তরদাতাঃ না ওষুধ নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধ তো কিছু রাখছেন বলছেন ঘরে?

উ প্রশ্নকর্তাঃ

উত্তরদাতাঃ না না এ ওষুধ তো রাখি নাই ,এ ওষুধ সব খাওয়া শেষ এ গুলার আর এহন কোন দরকার নায়। এহন খালি ওই যে কইলাম না! জ্বর আইলে ডান্ডা লাগলে এরকম অল্প অল্প করে আইন্যা ওই যে দেহাইলাম আপনারে এরকম করে খাই। এমনে কোন বড় ধরনের কোন অসুখের হইলে তাইলে মনে করেন ,এইটা ওষুধ লাগবো।

প্রশ্নকর্তাঃ এ ওষুধগুলো কি আপনার কোন বাচ্চা জ্বর হবে , ডান্ডা লাগবে এজন্য কি ..?

উত্তরদাতাঃনা বাচ্চাগো খাওয়াই না,বাচ্চাগো ওই যে, ওই যে দেখলেন না! আইলো কতোহন আগে ওই বাচ্চার আর এই বাচ্চার মনে করেন সিরাপ আইনে খাওয়াই।

প্রশ্নকর্তাঃ তো সিরাপ কি এখন আছে ঘরে?

উত্তরদাতাঃ নাহ!

প্রশ্নকর্তাঃ ওই সিরাপ কিভাবে আনেন?

উত্তরদাতাঃ সিরাপ বাচ্চার জ্বর হইলে কি ডান্ডা লাগলে ওই ডাক্তাররে দোকান লইয়ে যায় গিলে তারপরে দেহে জ্বরটা কি রকম , কতটুক হেই পরিমান মতো দেইখ্যা তারপওে কি কি ওষুধ লাগবো দেইখ্যা পরে দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ ওগুলা কি আপনি পুরোটা খাবান নাকি কিছু রেখে দেন?

উত্তরদাতাঃ না পুরাটা খাওয়া হয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ পুরোটা!

উত্তরদাতাঃ পুরোটা খাওয়া হয়না।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন ?

উত্তরদাতাঃ খাওয়া হয় না ওই যে ,অর্ধেক মনে করেন খাওয়া হইলেই জ্বও,ডান্ডা এগুলা সব ভাল হয়ে যায়গা ।তহন তো আর ওষুধডা খাওয়া লাগে না। তহন আর খাওয়ায় কি করবো। জ্বও ভাল হয়ে গেছে ডান্ডা ভালো হয়ে গেছেগা। পওে হেই ওষুধটা মনে করেন ফেলাই দেবো।

প্রশ্নকর্তাঃ ওইটা কি করেন?

উত্তরদাতাঃ ফেলে দেওয়ন লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন ওইটা পুরোটা খাবান না কেন, ডাক্তার কয় দিন খাওয়াতে বলছেন?

উল্টরদাতা: মানে সময় তো মনে করেন মনে থাহে না। সমায়তে খাওয়াই , সমায়তে মনে থাহে না। কাম কাইজের লাইগ্যা আবার এই যে বাচ্চা সমায়তে কাম দেই ওরে রাহা লাগে। ভুইলা যাইগা ,খাওয়াইতে পারি না। তাইলে ওই ওষুধটি থাহে না! আর নালি মনে থকলে তো সব ওষুধ তিন বেলা খাওনেরই দেয়, তিনো বেলাই খাওয়ানো লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো ডাক্তার কি এাঁ বেশী পরিমাণে দেয় না তিন বেলা করে খাওয়ালে..?

উত্তরদাতাঃ না বেশী না ,মনে করেন ডান্ডা ইয়া নাপা ডান্ডার,জ্বরের একটা দেয় আর ডান্ডার একটা দেয় এই দুইডাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ডান্ডার লাইগে কুনডা দেয়?

উত্তরদাতাঃ ডান্ডা ওই যে নাপা!

প্রশ্নকর্তাঃ আর জ্বরের জন্য?

উত্তরদাতাঃ জ্বরের জন্য ওই যে গুলাইতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃওই ওষুধটা দেয় ওই ওষুধটা আরকি ভালো।

প্রশ্নকর্তাঃ ওইডা নকয়দিন খাওয়াতে হয়? হু।

উত্তরদাতাঃ ওইডা মনে করেন, তিন বেলা!

প্রশ্নকর্তাঃ হু?

উত্তরদাতাঃ এক চামিচ করে, দেড় চামিচ করে।

প্রশ্নকর্তাঃ কয়দিন?

উত্তরদাতাঃ কয়দিন আর মানে,ওইযে বললাম না! যে জ্বর খাওয়াতে কয়,তে জ্বর ডান্ডা ভালো হয়ে গেলে তহন আর মনে করেন,অসুখটা আর..।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আমি জানতে চাচ্ছি পুরো ওষুধটাকি আপনি শেষ করেন ,না শেষ করেন না।

উত্তরদাতাঃ নাহ! সে সময়তে বললাম না! ওইযে বললাম না যে মনে থাহে না। খাওয়াতে ভুইল্যা যাইগা। ওই হে সময় মনে করেন থাহে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো থাইহে গেলে বাকিগুলা ফেলে দেন,

উত্তরদাতাঃ হ্যা

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু আপনি কি মনে করেন এটা পুরোটা খাওয়ানোর দরকার আছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যা বলেতো মাইনসে যে ওষুধ ইয়া ফালাইয়োনা পুরাডা ওষুধ খাওয়াইও

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি খাওয়ান না কেন,মনে থাকে না একটা কথা বলছেন

উত্তরদাতাঃ এইডাই

প্রশ্নকর্তাঃ আরকি কোন কারন আছে নাকি

উত্তরদাতাঃ নাহ্

প্রশ্নকর্তাঃ না বাচ্চার জ্বও ভালো হইয়া গেছে বা ঠান্ডা ভালো হইয়া গেছে বলে খাওয়ান না।

উত্তরদাতাঃ এইজন্যেই

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যা

উত্তরদাতাঃ জ্বর ,ঠন্ডা ভালো হয়ে গেলে তো আর ওষুধ লাগেনা তো বুঝেন নাগা, আবার মনে করেন আবার জ্বর আইলে ঠান্ডা আইলে তহন খাওয়াইলে, তহন আর ওইডা খাওয়ামু পরে নতুন কইরা আনত ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা,না ধরের আপা আমি জাস্ট হল একটু জানার জন্য এটা ধরেন আপনাকে সাত দিনের বাচ্চার জন্য বলছে,সাত দিন তুমি এই সিরাপটা খওয়াইবা। যেটা গরম পানি দিয়ে গুলায় আপনারা খাওয়ান,কিন্তু তিনদিন খাওয়াইছেন ভালো হইয়া গেছে আপনার কাছে মনে হইছে জ্বরটা ভালো হইছে,আরো বাকি চারদিনের ওষুধ রয়ে গেছে না

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে আপনি খাওয়ানা কেন ,কারন কি?

উত্তরদাতাঃ খাওয়াইনা এইযে মনে থাহেনা এইডাই, আর কিছুনা

প্রশ্নকর্তাঃ মনে থাকেনা, মনে থাকেনা তো চারদিনের দিন তো খাওয়াতে পারতেন আবার

উত্তরদাতাঃ এইডাই

প্রশ্নকর্তাঃ মানে একটা হইছে যে তাকে পুরো, আমি জানতে চাচ্ছি পুরো কোর্সটাতো আপনি কমপ্লিট করতেছেন না

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তাঃ না করার কারনটা কি, মনে থাকেনা একটা কারন

উত্তরদাতাঃ মনে থাকেনা আবার ওইযে বাচ্চা সময়তে খাইয়া মনে করেন খাওয়াইলেই ঘুমাইয়া যায়গা, তহন ডাকতে ডাকতে আর উডেনাগা তহন ঘুমায় গেলে তো আর খাওয়ান যায়না ওইযে ওরে খাওয়াইতে ই করতে হয়,

প্রশ্নকর্তাঃ হুম

উত্তরদাতাঃ হেই সময় আরকি ঘুমায় গেলেগা আর খাওয়ামু কেমনে

প্রশ্নকর্তাঃ হুম

উত্তরদাতাঃ এইডাই

প্রশ্নকর্তাঃ এটা একটা ? তো তার কি অসুখ ভালো হয়ে যাবে ? অসুখ কখন ভালো হয় ?

উত্তরদাতাঃ বাচ্চা মানুষ তো বুঝেন না (অন্য কারো সাথে কথা বলছে)

প্রশ্নকর্তাঃ হুম, কি হইছে আপা বাচ্চা মানুষ ?

উত্তরদাতাঃ ওই সব সময় মনে করেন এক সময় খায় এক সময় খায়না

প্রশ্নকর্তাঃ হুম

উত্তরদাতাঃ জিদ করে ওষুদ লয়া বুঝেন না

প্রশ্নকর্তাঃ হুম

উত্তরদাতাঃ তহনি ওষুধটা খাওয়ানো হয়না আরকি

প্রশ্নকর্তাঃ হুম

উত্তরদাতাঃ তহন খাওয়াতে গেলে কান্দে ই করে

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু তাহলে কি তার অসুখটা ভালো হবে ?

উত্তরদাতাঃ ওডাইতো ,তহন আর না খাইলে তো আর জোর কইরা খ্াওয়ান যায় না একটা জিনিস বুঝেন না (অন্য কারো সাথে বলছে পানি খাওয়াইয়ো না)

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে তি পরবর্তিতে যে ওষুধটা রয়ে যায় ওই ওষুধটা আপনি খাওয়াবেন তাকে আর, ওই জন্য রেখে দেন

উত্তরদাতাঃ নাহ

প্রশ্নকর্তাঃ ঘরে ওই

উত্তরদাতাঃ ওডারতো ডেট ফেল হয়ে যায়গা না মুখা খুলা থাকলে

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ এ এসব আর খাওয়ানো যায়?

প্রশ্নকর্তাঃ তইলে এটা আর খাওয়াবেন না, আচ্ছা আচ্ছা,তো আপা এইরকম বাচ্চার জন্য বা আপনার নিজের জন্য আপনারা কি নির্দিষ্ট এ্যান্টিবায়োটিক যেটা খাইলে আপনার মনে হয় ভালো লাগে এরকম কোন পছন্দ আছে যেটা আপনি ডাক্তারের কাছ থেকে নিয়ে আসেন ?

উত্তরদাতাঃ নাহ, এহন আমি কোন লাগেনা, আগে লাগচে এহন লাগে না

প্রশ্নকর্তাঃ এখন লাগে না ,এখন যদি আপনার ধরেন আগের সেই অসুখটা বা একটু মাথা ঘুরানি, ঠান্ডা লাগে তাইলে যদি আপনি ওই ওষুধটা আনতে যান তাইলে আপনি কিভাবে যাবেন ?

উত্তরদাতাঃ কিভাবে যামু ,ওইযে গিয়া বলতে হইবো

প্রশ্নকর্তাঃ আবার বলবেন, নাকি যায়া ওষুধের নামটা বলবেন

উত্তরদাতাঃ নাহ গিয়া ওইযে বাচ্চার বাপেওে পাটাইতে হইবো যে এরকম এরকম লাগে গিয়া ওষুধটা নিয়া আসেন, পরে ওইযে কি গিয়া আনবো

প্রশ্নকর্তাঃ সর্বশেষ আপনার জন্যেও তো আনছে না?না বাচ্চার জন্য আনছে

উত্তরদাতাঃ নাহ ,আমিই খাইছি, এহন আর লাগেনা

প্রশ্নকর্তাঃ তো ওইযে হুমায়ুন ভাই যে কয়দিন আগে জ্বর ছিল তখন উনার জন্যে কোন ওষুধ আনছে(৩৬.৪৮)

উত্তরদাতাঃ এযে এইডিই আনছে,

প্রশ্নকর্তাঃ এখানে কি কোন এ্যান্টিবায়োটিক আছে ?

উত্তরদাতাঃ নাহ্

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যা, কোন এ্যান্টিবায়োটিক দেয়নাই না? আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ শুধূ শইল(শরীর)ব্যাথ আর জ্বরের শইল ব্যথা কি মনে করেন ওই ওসব চামিচ টমিচ লাড়ে ওই দোকানে কাজ করেনা,গিরা মিরা সব ব্যাথা করেনা?

প্রশ্নকর্তাঃ হুম

উত্তরদাতাঃ এই (অন্য কাউকে কিছু বলছে)

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপা এইযে আপনার জন্য যে ওষুধ গুলো আনছিলেন এগুলো খায়ে আপনার কাছে কেমন মনে হইছে?আপনি কি এগুলো খায়ে ভালো লাগছে, আপনি খুশি ?

উত্তরদাতাঃ হ্যা ভালোই

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যা

উত্তরদাতাঃ হুম..

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আপনিকি সুস্থ্য হইছেন আল্লার রহমতে মানে আপনার কাছে কেমন মনে হইছিল,কোন ওষুদগুলো ভালো লাগছে কেন গুলো খারাপ লাগছে

উত্তরদাতাঃ হ.. সুস্থ্যই আমি

প্রশ্নকর্তাঃ হুম..

উত্তরদাতাঃ সুস্থই আমি, সুস্থ্যই আমি

প্রশ্নকর্তাঃ এখন সুস্থ্যই না?

উত্তরদাতাঃ হুম..

প্রশ্নকর্তাঃ কি হইছিল একটু বলেন না কেমন সুস্থ্য কয়দিন খাইছেন কি অবস্থা একটু বলেন ।

উত্তরদাতাঃ কেমন সুস্থ্য ওই বাবু হইছে পরে একটু ই আছিলাম এহন আল্লার রহমত সুস্থ্যই ওষুধ খাইছি, তারপরে ভালা ভুলা খাইতে বলছে ডাক্তারে খাইছি আইন্না এহন আর কোন আল্লার রহমত কোন ই নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে এ্যান্টিবায়োটিক যেগুলো আপনি আমাকে দেখালেন,যে কাগজগুলো দেখালেন, এগুলো আপনি চিনছেন এ্যান্টিবায়োটিক তো এরকম কোন ওষুধ আবার লাগলে ভবিষ্যতে এজন্য কি আইনে ঘরে রেখে দেন

উত্তরদাতাঃ নাহ্

প্রশ্নকর্তাঃবা অন্য কারো জন্য, বাচ্চাদের জন্য বা বাচ্চার বাপের জন্য

উত্তরদাতাঃ না না

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে আপনার ঘরে ওই যে কাগজটা দেখাইছেন এ্যান্টিবায়োটিকের এরকম কোন ওষুধ নাই এখন ঘরে আর

উত্তরদাতাঃ না না

প্রশ্নকর্তাঃ ঘরে ওষুধ নাই, আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ এইডি এই যে বেচনের লাইগা আরকি বাচ্চার বাপে রাখছে, এডা রাইখা দাও ফালাইয়োনা

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আপা আপনি ওই যে একটা ডেট ফেলের কথা বলতেছিলেন, ডেট ফেলটা কি একটু বুঝায় বলেনতো আমাকে

উত্তরদাতাঃ (একটু হেঁসে) ডেট ফেল কি মনে করেন বেশি দিন ওষুধ একটা থাকলে মনে করেন একটা কাভার খুল্লাম আরাকটা কাভার যদি খুলা থাকে কি একটু ই থাকে তইলে ওই ওষুধটা ই হয়ে যায়,হয়ে যায়বোনা ,ওইডাতো আর খাওয়াইলে কাজ হইবোনা হইবো? এইডাই আরকি

প্রশ্নকর্তাঃ এইটাকে তাহলে ডেট ফেল বা মেয়াদ উত্তির্নর কথা বলে না।

উত্তরদাতাঃ হ্যা..

প্রশ্নকর্তাঃ তো এ্যান্টিবায়োটিক যে ওষুধগুলো আছে এগুলোর মেয়াদ উত্তির্নর তারিখ আপনি জানেন কি এটার মেয়াদ উত্তির্নর তারিখ বলতে কি বুঝায়

উত্তরদাতাঃ নাহ্

প্রশ্নকর্তাঃ এ্যান্টিবায়োটিকের মেয়াদ উত্তির্নর তারিখ,একটা জিনিসের মেয়াদ থাকেনা এটা বলতে আমরা কি বুঝি?ধরেন আপনি বাজার থেকে একটা জিনিস কিনতে গেলেন একটা শ্যাম্পু কিনলেন বা একটা সাবান কিনলেন এইডার গায়ে কি কোন কিছু লেখা থাকে,তারিখ লেখা থাকে

উত্তরদাতাঃ নাহ্

প্রশ্নকর্তাঃ এটা জানেন যে এইটা কয়দিন মানে শরীরের জন্য উপকারি এরপর এটা থাকবেনা ডেট ফেল হয়ে যাবে, ডেট ফেল হইলে কি হয় ?

উত্তরদাতাঃ জিনিসটা মনে করেন বাতাস ঢুকেনা, নষ্ট হয়ে যায়না একটা জিনিস রাখলে ওই খুলা থাকলেই তো জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায়গা।আর খুলা না থাকলেতো ভালো থাকেনা। ডাক্তাররাতো আর খুইল্লা বেচেনা লাগাইন্নাই বেচে এইরকম

প্রশ্নকর্তাঃ তো এইরকম ওষুধের কোন ডেটের বিষয় আছে যে এটা এতদিন পর্যন্ত চলবে বা এতদিন খাওয়াইতে পারবা বা এই ওষুধটা বানাইছে যেদিন সেদিন থেকে এতদিন এটা বাজারে মানুষকে দিতে পারবে মানে বিক্রি করা যাবে

উত্তরদাতাঃ এইডাতো মনে করেন আমরা যা ওষুধ আনি অল্প অল্প কইরা ওগুলা খাইলে মানে একটা দুইডা থাকে ওগুলা খুলা না থাকলে মনে করেন খাওয়ানো যায় ওষুধটা আর খুলা থাকলে ওষুদটা ডওে কেউ খাইতে চায়না। ওইডারি মাইনসে শুনিযে ডেট ফেল কয়

প্রশ্নকর্তাঃ ডেট ফেল, আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ আর যদি মনে করেন ওষুধের ইয়াত লেহা থাহে যে এতদিনের টাইম কি মেয়াদ আছে তাইলে খাওয়ান যাইবো নাইলেতো খাওয়ান যাইবো না

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে এইরকম আপনারা যখন ওষুধ কিনেন আপনারা কি এইরকম ডেটটা দেখেন দেখে আনেন ডাক্তারকে বলেন কখনো ।

উত্তরদাতাঃ নাহ! মনে করেন হেগো কাছে চাইলে হেরা দেয়, হেরা তো আর ঐডা কইয়া দেয়না যে এত দিনের মেয়াদ আছে কি আছে বিষয়। ঐ আনি অল্প অল্প কইরা অল্প অল্প কইরাই খাওয়া হয়। বেশি আইনা ফালায় তো কোন দরকার নাই। টেকা ভাইঙ্গা কোন লাভ আছে? এইরকমই।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে আনতে যান ওষুধগুলো, বেশি আর কম এইটা আপনি কিভাবে বুঝেন? বেশি লাগবো না কম লাগবো সেইটা কে বুঝবে?

উত্তরদাতাঃ এইডা কে বুঝবে, এইডা আমরাই আরকি এইরকম কইরাই আনি। সবসময় এইরকম কইরাই খাইছি। বেশি কইরা না। কিন্তু এইবারকা ওষুধ দেয় এই ওষুধ দেইখা মানুষের মাথা ঘুইরা যায় যে তুমি এত ওষুধ খাইছো। কিন্তু আমার ঐযে যেই ছেলেডা আইলো না? এইডার সময় কিন্তু আমার সিজার হইছে, ঠিক আছে? এত ওষুধ খাইছি না (খাইনি)। কিন্তু এইডার বেলায় এতগুলা ওষুধ খাওয়া লাগছে। বললাম না যে সিলি (সেলাই) খুলছে দেখেনাই যে সিলিডা পাকছে, শুকাইছে নাকি। শুকাইনাই, না আছে, দেহেনাই। না দেইখাই টানদিয়া খুইলা ফেলাইছে না! ও দিন সিলিই কাটা ডেট আছিল্, পরে্ এ্যাল্লা দেখছেনা, না দেইখাই খুলছে। পরে একটু খানি মেইলা গেছে পরে বড় ডাক্তারে

বলছে যে উপরে যাও উপরে গেলে ওর উপরে ড্রেসিং কইরা ইয়া লাগায় দিব। পরে আরেকজনে ঐ ড্রেসিং করতে গিয়া ঐটুক মুছতে গিয়া পুরাডাই মনে করেন মেইলা গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ মেলায় লাইছে (খুলে ফেলছে)। যেইটুক কাইট্টা বাইর করছে বাবুরে ঐটুক পর্যন্ত পুরাডা মেইলা গেছে। পরে আরকি! পরে ঐডা ডাক্তারে দেখছে, দেইখা বলছে প্রতিদিন ড্রেসিং করবা, প্রতিদিন ড্রেসিং করতে আইবা। পরে গেছি প্রতিদিনই ড্রেসিং করতে।

প্রশ্নকর্তাঃ তাতো গেছেন, এর সাথে তো ওষুধও দিছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এইযে আপনি যে অল্প করে আনেন আর বেশি করে আনেননা, এই অল্প করে এইটা আপনি কিভাবে বুঝেন যে আপনার অল্প লাগবে না বেশি লাগবে? কেন অল্প করে কেন আনেন?

উত্তরদাতাঃ অল্প করে আনি ঐযে বললাম না যে বেশি একটা অসুখ বিসুখ হয়না মনে করেন। ঐ ঠান্ডা জ্বর আইলে যে দেহাইলাম আপনার এইরকম করেই দুইদিনের তিন দিনের কি এক দিনের এইরকম কইরা আনি। আর বড় কোন অসুখ হইলে আমি তো আর যাইনা। ঐযে সিলিপ (প্রেসক্রিপশন) দেয়, সিলিপ দিলে বাচ্চার বাপে গিয়ে আনে।

প্রশ্নকর্তাঃ এই সিলিপটা কোথায় দেয়?

উত্তরদাতাঃ সিলিপ এই এইবারকাই সিলিপ দিছে। মনে করেন মেডিকেল থেই। লেইখা দিছে যে এই ওষুধটি খাইবা। খাইলেই ঠিক হইয়া যাইবো। পরে যে এইগুলা আনা হইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে আপনার মামা যে যার কাছে থেকে সবসময় আনেন, এই কি সিলিপ লেইখা দেয় না এমনি মুখে মুখে দিয়া দেয়?

উত্তরদাতাঃ সিলিপে দেইখা, কাগজ দেইখা।

প্রশ্নকর্তাঃ কোনগুলা কাগজ দেইখা দেয় আর কোনগুলা মুখে মুখে দেয়?

উত্তরদাতাঃ মনে হয় কাগজের মধ্যেই হেরাই লেইখা দিছে সব কি কি ওষুধ লাগবো আমার, খাইতে হইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ সেইটা হইছে ইয়ের থেকে দিছে আপনার ঐ যে সিজার হইলেন তখন ঐখান থেকে দিছে এই জায়গাগুলোতে।

উত্তরদাতাঃ হ্যা।

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু এই ধরনের আপনারা ধরেন সচরাচর আপনারা যদি আপনার এই মামার কাছে সেকি আপনারে কাগজে লিইখা দেয়? প্রেসক্রিপশন করে দেয় কোন কিছু?

উত্তরদাতাঃ না, হের এহান থাইকাই মনে করেন দেয় আরকি, মনে করেন অসুখ দেহে আরকি, পরীক্ষা করেনা? কইরা টইরা দেইখা টেইখা যে মামা এই ওষুধটা লাগবো কি আশয় বিষয় কি এইডা খাইলে ভাল হইবা তুমি। এইরকম।

প্রশ্নকর্তাঃ ও এইভাবে জন্য মুখে বইলা দেয়?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটার জন্য কি কোন ভিজিট নেয়? না শুধু ওষুধের দাম নেয়?

উত্তরদাতাঃ না, শুধু ওষুধ।

প্রশ্নকর্তাঃ শুধু ওষুধের দাম নেয়, না? আচ্ছা আচ্ছা। তো এইখানে আপনারা কিভাবে যান, যাতায়াত কিভাবে করেন? কতটাকা খরচ পড়ে?

উত্তরদাতাঃ না, এই যে এইহানেই তো দোকান, হাইটা যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হাইটা যাওয়া যায়, না? এইটার জন্য এক্সট্রা কোন গাড়ী ভাড়ার কোন খরচ লাগেনা?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ তো যখন আপনার যখন বেশি কিছু হয় তখন আপনারা কোথায় যান?

উত্তরদাতাঃ বেশি কিছু আল্লাহর রহমত, আপনাগো দুয়ায় হয়না! এমনে মনে করেন ঐ বাচ্চার পাতলা পায়খানা হইলো, ই হহইলো এইরকম আরকি টঙ্গি মেডিকেল যাইতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ টঙ্গি মেডিকেলে যান? আচ্ছা। তো টঙ্গি মেডিকেল কখন গেছেন সর্বশেষ কখন গেছেন?

উত্তরদাতাঃ এহন আর যাওয়া পড়েনা। আগেও ওরকম যাওয়া পড়ছেনা। গেছি ঐ মনে করেন বাচ্চারে সুই (সুঁই/ইনজেকশন) দিতে গেছি এইডাই আর কিছুর লাইগা না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তো আপা এযে আমরা এ্যান্টিবায়োটিকের কথা বলতেছিলাম, আপনি ওষুধ অনেকগুলো খাইছিলেন এ্যান্টিবায়োটিকও খাইছেন, তাইনা? এ্যান্টিবায়োটিক কি কখনও মানুষের ক্ষতি করতে পারে?

উত্তরদাতাঃ না! কি ক্ষতি করবো। ক্ষতি হইলে কি আর হেরা দিত! বুইজ্বা! ক্ষতি হইছে না। আমি এই ওষুধ খাইয়া সুস্থ্যই, ভাল লাগছে আমারতে। (কি বাবা খাড়াও)।

প্রশ্নকর্তাঃ আপা এখন আমি আর একটি বিষয়ে শুনবো, সেইটা হইছে যে, আপনার তো কোন গরু ছাগল নাই এইখানে? এইখানে কোন গরু ছাগল আপনারা পালেন না, হাস মুরগী নাই?

উত্তরদাতাঃ না, কিচ্ছু নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ নাই, আচ্ছা। এখন একটু শুনবো যে এ্যাটিমাইক্রোবিয়াল রেসিজট্যান্ট বা এ্যান্টিবায়োটিক রেসিজট্যান্ট জাতীয় অসুস্থ্যতা এই সম্পর্কে কিছু কি আপনি শুনছেন? (৪৫.৩০মিনিট)

উত্তরদাতাঃ (কিছু একটা বলে অন্য কারো সাথে বোঝা যায় না)

প্রশ্নকর্তাঃ এ্যাটিমাইক্রোবিয়াল রেসিজট্যান্ট এই কথাটা বা এই ধরনের অসুস্থ্যতার কথা আপনি শুনছেন?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ এ্যাটিমাইক্রোবিয়াল রেসিজট্যান্ট মানে এই যে আমরা এ্যান্টিবায়োটিকটা খাই, আপনারা এই যে কোর্সের কথা বলছেন ওষুধের ডোজের কথা বলছেন না? ঐযে বাচ্চার সিরাপটা খাওয়াইতে হবে যে্আপনি বানায়া খাওয়ান, সাতদিনের জন্য দিছে এইটা এইযে আপনি ফুল কোর্স যদি কম্প্লিট না করেন বা আপনি যে ওষুধগুলা এ্যান্টিবায়োটিক আপনার সেলাই শুকানোর আপনার ঘা শুকানোর কথা বলছেন, সেইগুলা যদি্আমরা পুরোটা নাই খাই এইটা কোন ধরনের সমস্যা হবে কিনা, আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ না খাইলে সমস্যা হইবোনা আর খাইলে যদি মনে করেন শুখায়া যায় কি ইয়ে হয়ে যায় তখন আমি নিজেই বুঝি যে আমার জিনিসটা শুখাইছে কি আমি কাম কাজ করতে পারতাছি, কি হাটতে পারতাছি তখন আমি নিজেই বুঝি আরকি। শরীলডা তখন পাতলা লাগে। তখন আরাম পাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আর যদি আমরা কোর্সটা যদি কম্প্লিট না করি, পুরোটা শেষ না করি তাহলে কি অসুবিধা হইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ আমি মুনে করেন ওষুধ কোন সময়ে ভিটামিন বা মানে যেকোন ট্যাবলেট কন এমনে সবই খাইয়া ফেলাই। মানে রাখিনা আরকি ফালাইনা। কিন্তু বাচ্চাগো আনলে ওরাতো আর পুরাডা ওষুধ ঐযে বললামনা? খাওয়া হয় না। হেই সময়তে ফেলায় দিতে হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তো যদি এইটা মানে যদি পুরোটা যে ডাক্তার যে নিয়মটা বলছে এই নিয়ম..

উত্তরদাতাঃ ঐ পর্যন্তই খাওয়াই, পরে তো ই করিনা। পরে আর খাওয়াইনা।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আপনি পুরটা কম্প্লিট করেন? কোর্সটা পুরোটা খাওয়ান?

উত্তরদাতাঃ মানে হেরা যে পর্যন্ত টাইম দেয় ঐ পর্যন্তই খাওয়াই।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐযে আপনি বলতেছিলেন যে তিন দিনের দিন খাওয়ায়, সাতদিনের দিছে তিনদিন খাওয়াইছেন আর সাতদিন খাওয়াননি তো। তাহলে তো ঐডা শেষ হইলোনা।

উত্তরদাতাঃ ঐডাই তো শেষ হইছেনা। ঐযে এইবারকাই তো ওষুধ ঐযে বাচ্চার হাত ভাঙ্গচে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ পরে আনছিলাম। জ্বর হইছে, ঠান্ডা আনছি খাইছে মনে করেন ঐযে পুলাপান মানুষতো একবার খাওয়াইলে খুইজ্জা আইনা, খেলার মুন তো, খুইজ্জা আইনা খাওয়াইতে হয়। সময়তে খায়, জিদ করে খায়না। তহন আরকি জিদ করে খাওয়ানো হয়না। সময়তে আবার মনে করেন ঐ বাচ্চা লইয়া খাওয়াইতো খাওয়াইতে নিজেও ঘুমায় যাইগা আর মনে থাকেনা ওষধ খাওয়াতে, এই।

প্রশ্নকর্তাঃ তো যদি এইটা আমরা কম্প্লিট না করি যদি আমরা এইটা পুরোটা না খাওয়াই তাহলে কি কোন অসুবিধা হবে?

উত্তরদাতাঃ না, আল্লাহর রহমতে এমনে ভালাই। কোন অসুবিধা হয়না তো।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন অসুবিধা হয়না? আপনি কি জানেন, এইটা যদি, এ্যান্টিবায়োটিকের কথা আমরা বলছি, যে কোর্সটার কথা বলা যে ৭ দিনের বা ১০দিনের বা দুই সপ্তাহর যে ওষুধটা দেয়া হয় এই যদি আমরা নিয়মমত, ডাক্তার যেভাবে বলছে যে একদিনে একটা বা দুইটা যে টাইমের কথা বলছে সেইটা যদি নির্দিষ্ট টাইম না খাওয়ায় তাহলে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ঐ ওসুখটা সাময়িকের জন্য ভাল হইলো, ভবিষ্যতে দেখা যাচ্ছে যে এই রোগটা আবার দেখা দিতে পারে, তখন কিন্তু এই ওষুধটা আর কাজ করবেনা। তো এই ওষুধটা যদি কাজ না করে তো আমরা যাবো কোথায়?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ তো তাহলে কি আমাদের এই ওষুধটা ডাক্তার যেভাবে বলছে এ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে সেইটা নিয়ম মেনে চলা উচিত কিনা আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতাঃ হ্যা নিয়ম মেনে চলা তো উচিতই।

প্রশ্নকর্তাঃ চলা উচিত। যদি আমরা নিয়ম মেনে না চলি তাহলে কি অসুবিধা হতে পারে?

উত্তরদাতাঃ কি হইবো! ন বুইঝা না চললে তো আবার হেই এইরকমই অসুস্থ্য ই করতে হইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ অসুস্থ্যতা থেকে যাবে। তাহলে আমরা কি করতে পারি আপা? যাতে ভবিষ্যতে আমাদের এই ধরনের অসুস্থ্যতা যেন না হয় এই জন্যে আমরা কি করবো?

উত্তরদাতাঃ কি করবো! এই যে আইনা খাইতে হইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ ওষুধটা এনে ক্ষেতে হবে? কিভাবে? মানে খাবো বলতে?

উত্তরদাতাঃ কিভাবে! এই যে এইরকমই দোকান থেকে আনতে হইবো আর বলতে হইবো যে এইরকম অসুস্থ্য আবার আমার এইরকম অসুস্থ্য হইছে। এহন অসুস্থ্য তো হইছি এহন ওষুধ দেন। খাইতে হইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ হু। তখন তো ডাক্তার বলবে তোমারে তো আগে দিছি তুমি তো এইগুলা খাওনাই। তো তাইলে তখন?

উত্তরদাতাঃ তখন না দিলে তখন বইলা আনতে হইবো যে দেননা খামু কি অসুবিধা ফালাইতামনা। কি করবোনা, এইরকমই ।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে এইটা একটা চিন্তার বিষয়। ঠিক আছে আপা আপনার যদি আর কোন প্রশ্ন থাকে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আশা করি আপনার কাছ থেকে অনেক ধরনের তথ্য পেয়েছি। এইগুলা আমাদের গবেষনা কাজকে অনেক সাহায্য করবে। আসসালামুআলাইকুম।